দৈনিক
জনকণ্ঠ

JUN. 03 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

পাঁচ বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি কার্যক্রম বন্ধ রাখার সুপারিশ

বেসরকারী শিক্ষার মান উন্নয়নে ১২ দফা প্রস্তাব

মোশতাক আহমেদ ঃ দেশের বেসরকারী শিক্ষার চরম অবনতির কথা উল্লেখ করে এর মানোন্নয়নের জন্য বারো দফা সুপারিশ করেছে বিদ্যমান বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা কমিটি। উল্লেখযোগ্য সুপারিশের মধ্যে রয়েছে পাঁচ বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি কার্যক্রম বন্ধ রেখে প্রায় পঁচিশ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষা করে অপ্রয়োজনীয় জনবল চিহ্নিত করা। কর্মরত এমপিওভুক্ত (৫০ বছরের নিচে) শিক্ষকদের এনটিআরসিএ কর্তৃক মান যাচাই করে অযোগ্য শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া এবং মাধ্যমিক স্তরের আঠারো হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বতন্ত্র মাধ্যমিক অধিদফতর গঠন করা।

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর)

বেসরকারী শিক্ষার হতাশাসহ সার্বিক চিত্র নিয়ে করা রিপোর্ট শীঘ্রই সরকারের কাছে পেশ করা হবে। কমিটির কর্মকর্তা ও ব্যানবেইসের পরিচালক মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী বলেছেন, আরেকটি মিটিংয়ের পর সেটি জমা দেয়া হবে। এতে এক মাস নাগাদ সময় লাগতে পারে।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আটানব্বই ভাগই বেসরকারী। রিপোর্টে বলা হয়—সাধারণ শিক্ষা ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শতকরা সাতানব্বই দশমিক তেরো ভাগ, তিরানব্বই দশমিক একুশ ভাগ শিক্ষার্থী এবং চুরানব্বই দশমিক চৌত্রিশ ভাগ শিক্ষক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার প্রতিষ্ঠান নিরানব্বই দশমিক ছিয়ানব্বই ভাগ নিরানব্বই দশমিক তিরাশি ভাগ শিক্ষার্থী এবং নিরানব্বই দশমিক নব্বই ভাগ শিক্ষক বেসরকারী নেটওয়ার্কভুক্ত। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ধারার প্রতিষ্ঠান নব্বই দশমিক ছাপ্পান্ন ভাগ, ৬৭ দশমিক ৮৯ ভাগ, শিক্ষার্থী এবং ৬৬ দশমিক ৫২ ভাগ শিক্ষক বেসরকারী শিক্ষার আওতাভুক্ত। এমতাবস্থায় মোট শিক্ষা ব্যবস্থার প্রায় পুরোটাই বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। কাজেই শিক্ষাকে যদি জাতির মেরুদণ্ড বলা হয় তবে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই এর আসল দাবিদার।

কিন্তু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিমাণগত ও আর্থিক যোগান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেলেও এর গুণগত মানের কোন উন্নতিতো হয়ইনি বরং গুণগত মান ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। রিপোর্টে বেসরকারী শিক্ষা তথা সার্বিক শিক্ষার নানা সমস্যা উল্লেখ করে বলা হয়েছে—এই হতাশাব্যঞ্জক চিত্রটি দেশের সকল সচেতন নাগরিক, সুশীল সমাজ এবং শিক্ষিতজনমাত্রেই যেমন উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন, তেমনি দেশের সরকার এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও বেশ চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। এমনকি দেশের সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক হতাশাজনক চিত্রে মর্মাহত হয়েছেন এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন।

এমন অবস্থায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ও এমপিও সম্পর্কিত সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে একটি বাস্তবসম্মত প্রতিবেদন পেশ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় (৪/১০/২০০৩ তারিখের শাঃ ১০ এম ৩/২০০১/৪৯০ স্মারক) ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার সম্পাদক মাহবুবুল আলমকে সভাপতি করে দশ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে। কমিটির নাম দেয়া হয় "দেশে বিদ্যমান বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) শিক্ষার গুণগত মান, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ও সরকারী অনুদানসংক্রান্ত সার্বিক পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা কমিটি"। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সহায়তায় রিপোর্টটি করা হয়। কমিটির রিপোর্টে দেশের স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসার করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কিছুদিন আগে দৈনিক জনকণ্ঠে এসব চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

সম্প্রতি এই কমিটি বেসরকারী শিক্ষা তথা দেশের সার্বিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করার জন্য বারোটি সুপারিশ প্রাথমিকভাবে করেছে। সুপারিশগুলো হলো—বর্তমানে দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বাস্তবমুখী নীতিমালা তৈরি করা, নতুন নীতিমালার আলোকে আগামী বিশ বছরের জন্য জিআইএস ও স্কুল ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামোসংক্রান্ত নীতিমালা প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সংশোধন ও মাধ্যমিক স্তরের আঠারো হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বতন্ত্র মাধ্যমিক অধিদফতর গঠন করা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক সুপারভিশনের জন্য আলাদা দফতর সৃষ্টিসহ জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যক্রম নিয়মিত নিরীক্ষা ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা, পাঁচ বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি কার্যক্রম বন্ধ রেখে প্রায় পঁচিশ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষা করে অপ্রয়োজনীয় জনবল চিহ্নিত করা, শিক্ষা জীবনে তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্তদের শিক্ষক পদে নিয়োগ না দেয়ার নীতিমালাটি পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

শিক্ষা বোর্ডসমূহকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ও স্বীকৃতি প্রদান, পরিদর্শন কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দিয়ে যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে ওই কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা, কর্মরত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের এনটিআরসিএ কর্তৃক মান যাচাই করে অযোগ্য প্রধানদের নিম্ন পদে পদায়ন করা, কর্মরত এমপিওভুক্ত (৫০ বছরের নিচে) শিক্ষকদের এনটিআরসিএ কর্তৃক মান যাচাই করে অযোগ্য শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের পদ্ধতিগত পরিবর্তন এনে শ্রেণীকক্ষে পাঠ শেখানোর আধুনিক ও আকর্ষণীয় কৌশল শেখানো, যা স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষকগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করবেন।

কমিটি সূত্রে জানা গেছে, প্রয়োজনীয় এসব সুপারিশ আরও একটু সংযোজন-বিয়োজন করে শীঘ্রই রিপোর্টটি সরকারের কাছে পেশ করা হবে।